উন্নাওয়ে নির্যাতিতার মা কংগ্রেসের প্রার্থী

নয়াদিল্লি ও লখনউ, ১৩ জানুয়ারি : উত্তরপ্রদেশে বিজেপি এবং সপার মধ্যে দলবদলের খেলার মাঝেই প্রার্থী তালিকায় চমক দিল কংগ্রেস। আসন্ন বিধানসভা ভোটে উন্নাওয়ের নির্যাতিতার মা আশা সিংকে প্রার্থী করল কংগ্রেস। আশা সিংয়ের নাম ঘোষণার পর রাহুল গান্ধি টুইটারে জানিয়েছেন, উন্নাওয়ের কন্যার সঙ্গে বিজেপি অন্যায় করেছিল। এবার নির্যাতিতার মা হবেন ন্যায়বিচারের মুখ।

এবারের নির্বাচনে প্রিয়াঙ্কা গান্ধি ভদরার নেতৃত্বাধীন উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেস 'লড়কি হুঁ, লড় সকতি হুঁ' স্লোগান তুলে আগেই প্রচারের আলো কেড়ে নিতে উদ্যোগী হয়েছে। মহিলা ভোটব্যাংকে থাবা বসাতে মেয়েদের জন্য একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন প্রিয়াঙ্কা। এবার প্রার্থী ঘোষণার শুরুতেই উন্নাওয়ের নির্যাতিতা কিশোরীর মাকে প্রার্থী করে রাজ্যের শাসক বিজেপিকে চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দিয়েছে কংগ্রেস। তাদের ১২৫ জনের প্রথম দফার প্রার্থী তালিকায় ৫০ জন মহিলা ৪০ জন যুব সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি রয়েছেন। এআইসিসি সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধি আগেই জানিয়েছিলেন, বিধানসভা ভোটে প্রার্থী তালিকায় ৪০ শতাংশ মহিলা প্রার্থীকে মনোনয়ন

দেওয়া হবে। প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে প্রিয়াঙ্কা বলেন, 'আমরা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছি।' প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সলমন খুরশিদের স্ত্রী লুইস প্রার্থী তালিকায় রয়েছেন।

চাকরি দেওয়ার নাম করে ২০১৭ সালে উন্নাওয়ের এক কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল বিজেপি বিধায়ক কুলদীপ সেঙ্গারের বিরুদ্ধে। ওই ঘটনায় যোগী সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় ওঠে দেশজুড়ে। অভিযোগ জানিয়েও পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের বাইরে নির্যাতিতা আত্মাহুতি দেওয়ার চেষ্টাও করেন। কুলদীপ সেঙ্গারের নাম অভিযুক্ত হিসেবে সামনে আসতেই অস্ত্র আইনে নির্যাতিতার বাবাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশি হেপাজতে ব্যাপক মারধরের জেরে তাঁর মৃত্যু হয়। ২০১৯ সালে উন্নাও থেকে রায়বেরিলি যাওয়ার পথে নির্যাতিতা, তাঁর পরিবারের এক সদস্য এবং আইনজীবী এক ট্রাক দুর্ঘটনায় মারা যায়। মরণশয্যায় সিবিআইকে নির্যাতিতা জানায়, তার এই পরিণতির নেপথ্যে কুলদীপ সেঙ্গারই রয়েছে। ওই বছরই কুলদীপকে বিজেপি থেকে বহিষ্কার করা হয়। ২০২০ সালে তার দশবছরের কারাদন্ড হয় এবং নির্যাতিতার বাবার মৃত্যুর জন্য ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়।

প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে অনুশীলন সেনাবাহিনীর। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লির আর্মি মাঠে। –পিটিআই

আড়াই লক্ষের কাছে সংক্রমণ

ওমিক্রন নিয়ে ফের সতর্কতা নীতি আয়োগের

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি : উদ্বেগ বাড়িয়ে দেশে নতুন কোভিড সংক্রমণ পৌঁছে গেল আড়াই লক্ষের দোরগোড়ায়। সারা দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে সংক্রামিত ২,৪৭,৪১৭ জন। সংক্রমণের হার ১৩ শতাংশ। বুধবার সংক্রামিতের সংখ্যা ছিল ১,৯৪,৭২০। এক লাফে এতটা সংক্রমণ বাড়ায় উদ্বিগ্ন স্বাস্থ্যকর্তারা। তবে বাঁচোয়া, সংক্রমণের মতো মৃত্যুর সংখ্যা বাড়েনি এদিন। গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড রোগীদের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ৩৮০ জনের।

ওমিক্রন সংক্রমণও বাড়ছে বটে, তবে ততটা ভয়াবহভাবে নয়। দেশে এই মুহূর্তে ওমিক্রন সংক্রামিত ৫৪৮৮ জন। সংক্রমণে এগিয়ে রয়েছে মহারাষ্ট্র, দিল্লি, কেরল, কর্ণাটক, বাংলা ও তামিলনাড়ু। এদের চেয়ে কিছুটা পিছিয়ে থাকলেও বিহার, পঞ্জাব, ঝাড়খণ্ড, হরিয়ানা, ছত্তিশগড় ও গোয়াতেও সংক্রমণ বাড়ছে।

এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে একগুচ্ছ পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, মাইক্রো কনটেনমেন্ট জোন তৈরির ব্যাপারে সব রাজ্যকে জোর দিতে হবে। ঘোষিত বিধিনিষেধ মেনে চলতে হবে। তবে একইসঙ্গে খেয়াল রাখতে হবে, মানুষ যেন আতঙ্কিত না হন। টিকাকরণের গুরুত্ব মনে করিয়ে দিয়ে তিনি বলেছেন, টিকাই পারে সংক্রমণ থেকে সুরক্ষা দিতে। ওমিক্রনের সংক্রামক ক্ষমতার কথা মাথায় রেখে তিনি সতর্ক থাকতে বলেছেন সব রাজ্যকে। তবে ওমিক্রন ছাড়াও করোনা ভাইরাসের অন্যান্য রূপ নিয়েও তিনি সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতে প্রাপ্তবয়স্কদের ৯২ শতাংশেরই অন্তত একটি ডোজ নেওয়া হয়ে গিয়েছে। এদিনের ভার্চুয়াল বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা হাজির ছিলেন।

বৃহন্মুম্বই পুরসভার কমিশনার ইকবাল চাহালের দাবি, কোভিডের টিকা নেওয়া থাকলে ওমিক্রন সংক্রমণের ঝুঁকি অনেকটাই কমে যাচ্ছে। সম্প্রতি দেখা গিয়েছে, কোভিড সংক্রামিত যেসব রোগীকে অক্সিজেন দিতে হয়েছে, তাদের প্রায় কেউই টিকা নেননি। অক্সিজেন সহায়তা নেওয়া ১,৯০০ রোগীর প্রায় কারও টিকা নেওয়া ছিল না বলে তিনি জানান। মুম্বই পুরসভার বক্তব্যের সমর্থন মিলেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ঘোষণাতেও। সংস্থার প্রধান টেড্রোস আধানম গেব্রেসুস বলেছেন, 'ওমিক্রনের জেরে অসুস্থতা ডেল্টার মতো না হলেও যারা টিকা নেয়নি, তাদের ক্ষেত্রে এটা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। তাই হু এই নতুন স্ট্রেনকে বিপজ্জনক হিসাবেই দেখছে।'

ভারত বায়োটেক দাবি করেছে, তাদের তৈরি টিকা কোভ্যাকসিনের বুস্টার ডোজ করোনার ডেল্টা ও ওমিক্রন স্ট্রেনের বিরুদ্ধে শরীরে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারছে। অর্থাৎ, কোভ্যাকসিনের বুস্টার ডোজ নিলে নতুন স্ট্রেন থেকে সুরক্ষিত থাকা যাবে।

ওমিক্রন নিয়ে ফের সতর্ক করে দিয়েছেন নীতি আয়োগ সদস্য ডা. বিনোদ কুমার পল। তিনি বলেছেন, ওমিক্রন মোটেই সাধারণ সংক্রমণ নয়। এই সংক্রমণ মৃদু বলে এড়িয়ে গেলে চলবে না। ওমিক্রনকে সাধারণ সর্দি-জ্বর থেকে পৃথক করা যাচ্ছে না বলেই সেটা ক্ষতি করে দিতে পারে বলে তিনি আশঙ্কাপ্রকাশ করেছেন।

আমেরিকার সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোলের ডিরেক্টর রোচেল্লে ওয়ালেনস্কি জানিয়েছেন, সেই দেশে নতুন করে সংক্রমণের ৯৮ শতাংশই ওমিক্রনের দ্বারা ঘটেছে। গত সপ্তাহে যা ৭২ শতাংশের কাছাকাছি ছিল, চলতি সপ্তাহে তা এতটাই বেড়েছে। এর ফলে হাসপাতালে কোভিড রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। তবে ব্রিটেনের মতো আমেরিকাতেও সংক্রমণ দ্রুত কমে আসবে বলে জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা।

মুখ্যমন্ত্রীদের পরামর্শ মোদির

- মাইক্রো কনটেনমেন্ট জোন তৈরিতে জোর দিতে হবে
- ওমিক্রনের অতিসংক্রামতার ওপর নজর রাখতে হবে
- সতর্কতা জরুরি করোনা ভাইরাসের অন্যান্য রূপ সম্পর্কেও
- টিকাকরণ দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে
- ঘোষিত বিধিনিষেধ মেনে চলতে হবে
- খেয়াল রাখতে হবে, মানুষ যেন আতঙ্কিত না হন

পেয়ার কিয়া তো ডরনা ক্যায়া, নবদম্পতিকে সাহস জোগাল হাইকোর্ট

যোধপুর, ১৩ জানুয়ারি : পেয়ার কিয়া তো ডরনা কিয়া! সাহস করে এগিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে এক যুগলকে এ ভাবেই সাহস জোগাল রাজস্থান হাইকোর্ট। বিচারপতি বললেন, ভালোবাসলে ভয় পেতে নেই। সাহস করে এগিয়ে যেতে হয়।

সম্প্রতি সদ্য বিবাহিত এক দম্পতি নিরাপত্তার আর্জি জানিয়ে দ্বারস্থ হয়েছিলেন রাজস্থানের উচ্চ আদালতের। বাড়ির অমতে বিয়ে করেছেন তাঁরা। পরিবার তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি-বেআইনি নানা পদক্ষেপ করতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে তাঁদের। এই পরিস্থিতিতে পুলিশি নিরাপত্তা চেয়ে ওই দম্পতি আবেদন জানান রাজস্থান হাইকোর্টের

কাছে। মামলার শুনানিতে আদালত জানিয়েছে, ভালোবেসে বিয়ে করেছেন। এ বার সেই ভালোবাসাকে সম্মান জানাতে সাহসের সঙ্গে সমাজের মোকাবিলা করুন। বিচারপতি বলেছেন, প্রাণ সংশয়ের কারণ রয়েছে বলে তিনি মনে করছেন না। তাঁদের কেউ আক্রমণ করবে, এমন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। নবদম্পতির আবেদন খারিজ করে দিয়েছে আদালত।

নবদম্পতির কারও বয়সই বেশি নয়। ছেলেটির বয়স ২১, মেয়েটির আরও তিন বছর কম, ১৮। এই বয়সের দুটি ছেলে-মেয়ে নিজেদের পরিবারকে ভয় পাচ্ছেন দেখে আদালত বিস্ময়প্রকাশ করেছে। তবে একইসঙ্গে বিচারপতি জানিয়েছেন, পরিস্থিতি সেরকম প্রতিকূল হলে তাঁদের অবশ্যই সাহায্য দেওয়া হবে।

মূল্যবৃদ্ধির হার ৫.৫৯ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি : সারা বিশ্বজুড়েই বাড়ছে মূল্যবৃদ্ধির হার। সেই পথে হেঁটে ২০২১-এর ডিসেম্বরে দেশে খুচরো মূল্যবৃদ্ধির হার পৌঁছে গেল ৫.৫৯ শতাংশে। যা গত ছয় মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ। গত নভেম্বরে এই হার ছিল ৪.৯১ শতাংশ। ২০২০-এর ডিসেম্বরে মূল্যবৃদ্ধির হার ছিল ৪.৫৯ শতাংশ।

কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান মন্ত্রক প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ডিসেম্বরে খাদ্যপণ্যের খুচরো মূল্যবৃদ্ধির হার বেড়ে ৪.০৫ শতাংশ হয়েছে। তার আগের মাসে এই হার ছিল ১.৮৭ শতাংশ। তবে ভোজ্য তেল, সবজি ও

ফলের মূল্যবৃদ্ধির হার কমেছে। দাম কমেছে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি তেলেরও। রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার লক্ষ্যমাত্রার (৬ শতাংশ) প্রায় কাছে পৌঁছে যাওয়ায় মূল্যবৃদ্ধির হার নিয়ে ক্রমশ উদ্বেগ বাড়ছে অর্থনীতিতে। এখনই তা নিয়ন্ত্রণে না এলে পরবর্তী ঋণনীতির বৈঠকে সুদের হার বাড়ানোর পথে হাঁটতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের আশঙ্কা, ওমিক্রনের ধাক্কায় দেশজুড়ে নানা বিধিনিষেধ জারি হয়েছে। যার জেরে জোগান কমতে পারে। তাই মূল্যবৃদ্ধির হার আরও বাড়ার আশঙ্কাও করছেন বিশেষজ্ঞরা।

বৃহস্পতিবার শিল্পোৎপাদনের হারও প্রকাশ করল কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান মন্ত্রক। গত নভেম্বরে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হার মাত্র ১.৪ শতাংশ। ২০২০-এর নভেম্বরে এই হার ছিল ১.৬ শতাংশ। সেই নীচু ভিতের ওপর দাঁড়িয়েও শিল্প বৃদ্ধির এমন হাল অর্থনীতির ঘুরে দাঁড়ানো নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

গণধর্ষণের পর গোপনাঙ্গে ধারালো অস্ত্র

জয়পুর, ১৩ জানুয়ারি : ফের নির্ভয়া ছায়া। এবার ঘটনাস্থল রাজস্থানের আলওয়ার জেলার তিজারা উড়াল পুল এবং নির্যাতিতা বিশেষভাবে সক্ষম এক কিশোরী। গণধর্ষণের পর নির্যাতিতার গোপনাঙ্গে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় ধারাল অস্ত্র। এই নৃশংস অত্যাচারের ঘটনা ঘটেছে মঙ্গলবার।

১৬ বছরের মেয়েটির অবস্থা সংকটজনক। জয়পুরের একটি হাসপাতালের আইসিইউয়ে রাখা হয়েছে তাকে। অভিযুক্তরা পলাতক। ঘটনার নিষ্পত্তির জন্য তড়িঘড়ি বিশেষ তদন্তকারী টিম (এসআইটি) গঠন করেছে রাজস্থান সরকার। রাজ্যের নারী ও শিশু উন্নয়নমন্ত্রী মমতা ভুপেশ আশ্বাস দিয়েছেন, দোষীরা ধরা পড়বেই।

শ্রমিক পরিবারের এই কিশোরীকে রক্তাপ্লুত অবস্থায় মঙ্গলবার প্রথমে অলওয়ারের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তার গোপনাঙ্গ থেকে রক্তপড়া বন্ধ না হওয়ায় বুধবার তাকে জয়পুরের জেকে লোন হাসপাতালে স্থানান্তরিত

কিশোরী নিগ্রহ

করা হয়। সেখানে প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে তার ওপর অস্ত্রোপচার হয়। নির্যাতিতার অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। গোপনাঙ্গ থেকে ধারাল অস্ত্র বার করা হলেও শরীরের অভ্যন্তরীণ বহু প্রত্যঙ্গ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

পুলিশ তদন্ত করছে ঠিকই তবে ঘটনাস্থলের ২৫ কিলোমিটারের মধ্যে ৩০০টি সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখেও কোনও প্রমাণ জোগাড় করতে পারেনি। পুলিশ অবশ্য নিশ্চিত অভিযুক্তরা ধরা পড়বে।

নাবালিকার পরিবারকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে ৬ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে রাজস্থান সরকার। সাড়ে তিন লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন ন্যায় বিচারমন্ত্রী টিকারাম জুলি।

পদত্যাগী মন্ত্রীর সংখ্যা বেড়ে ৩, বিজেপি ছাড়লেন ১৩ বিধায়ক

লখনউ, ১৩ জানুয়ারি : উত্তরপ্রদেশে উলটপুরাণে কার্যত চক্ষু চড়কগাছ বিজেপি নেতৃত্বের। গত তিনদিনে যোগী মন্ত্রীসভার তিনজন অনগ্রসর মন্ত্রী সহ মোট ১৩ জন বিধায়ক পদত্যাগ করল। স্বামীপ্রসাদ মৌর্য, দারা সিং চৌহানের পর বৃহস্পতিবার আরও এক অনগ্রসর শ্রেণির মন্ত্রী ধরম সিং সাইনি মন্ত্রীপদে ইস্তফা দিয়েছেন। সাইনি রাজ্যের আয়ুষ মন্ত্রী ছিলেন। তিনিবিজেপি ছেড়ে কোথাও যাবেন না বলে জানানোর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দল পরিবর্তন করলেন। বিধানসভা ভোটের মুখে বিজেপি মন্ত্রী-বিধায়কদের লাগাতার ইস্তফায় থরহরিকম্প পদ্মশিবিরে। রাজনৈতিক মহল ঠাট্টাচ্ছলে বলতে শুরু করেছে, সারাদেশে যেখানে ইডি, সিবিআই, আয়কর দপ্তরের ভয়ে যখন সমস্ত দল থেকে নেতা-নেত্রীরা বিজেপিতে শামিল হন তখন উত্তরপ্রদেশে উলটোস্রোত চলছে।

তিন মন্ত্রীর পাশাপাশি বিজেপি ছেড়েছেন শিকোলাবাদের বিধায়ক মুকেশ বর্মাও। এই নিয়ে মোট ১৩ জন বিধায়ক বিজেপি ছাড়লেন। তিনিও যোগী সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। তিন মন্ত্রী সহ দলত্যাগী বিধায়করা সকলেই সপায় যোগ দিতে চলেছেন বলে জানা গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দলের অন্তর্কলহ প্রকাশ্যে চলে আসছে। এদিন বিজেপির সদর দপ্তরে দলের কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির বৈঠকে প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করা হয়। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সভাপতিত্ব করেন ভার্চুয়ালভাবে। বৈঠকের পর উপমুখ্যমন্ত্রী কেশবপ্রতাপ মৌর্য বলেন, আসন্ন বিধানসভা ভোটে বিজেপি দুর্দান্ত জয় পাবে। এদিন প্রথম তিন দফার মোট ১৭২টি আসনের প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। গতকাল বিজেপির কোর কমিটির বৈঠকে ওই প্রার্থীদের জয়ের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়।

প্রতিবার নির্বাচনের মরশুম এলে সমস্ত রাজনৈতিক দলেই আয়ারাম-গয়ারামদের তৎপরতা বেড়ে যায়। কিন্তু বিজেপি থেকে এবার যেভাবে দলে দলে নেতা-বিধায়করা বিরোধী শিবিরে নাম লেখাতে শুরু করেছেন তাতে কিছুটা বিস্মিত উত্তরপ্রদেশের রাজনৈতিক মহল। বিশ্লেষকদের দাবি, যাঁরা

যোগী রাজ্যে তিন দিনের পরিসংখ্যান

পদত্যাগ করছেন বা আগামীদিনে করতে চলেছেন, তাঁদের সিংহভাগেরই ক্ষোভ মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের বিরুদ্ধে। বস্তুত বিদ্রোহী প্রাক্তন বিজেপি মন্ত্রী স্বামী প্রসাদ মৌর্য টুইটারে লিখেছেন, নাগরূপী আরএসএস এবং সাপ রূপী বিজেপিকে স্বামী রূপী নেউল শেষ করেই ক্ষান্ত হবে। গতকালও তিনি জানিয়েছিলেন, উত্তরপ্রদেশে বিজেপির শেষের শুরুর সূচনা হয়ে গিয়েছে। যোগী জমানায় উত্তরপ্রদেশের অনগ্রসর শ্রেণির কোনও উন্নয়ন হয়নি বলেও দাবি করেছিলেন তিনি। ঘটনা হচ্ছে, যোগীর বিরুদ্ধে এই ক্ষোভ বিজেপিতে নতুন নয়। যোগীর কারণে বিজেপি থেকে যেভাবে ওবিসি মন্ত্রী-বিধায়কদের পলায়ন পর্ব শুরু হয়েছে তাতে ভোটের আগে গেরুয়া শিবির একটু হলেও চিন্তিত। এই পরিস্থিতিতে উত্তরপ্রদেশে প্রার্থী বাছাইয়ে সতর্ক বিজেপি নেতৃত্ব।

বিমানবন্দরে জল বন্ধ করার অভিযোগ

হায়দরাবাদ, ১৩ জানুয়ারি : ঢোকার অনুমতি না মেলায় অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতি বিমানবন্দরে জল সরবরাহ বন্ধ করে দিলেন শহরের ডেপুটি মেয়র তথা ওয়াইএসআর কংগ্রেস পার্টির নেতা অভিনয় রেড্ডি। এমন অভিযোগই উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন পুরকর্তৃপক্ষ। তাঁদের বক্তব্য, পাইপলাইন ব্লক থাকার জন্য জল সরবরাহে বিঘ্ন ঘটেছে।

এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার অধীনস্থ তিরুপতির রেনিগুন্টা বিমানবন্দরে রাজ্যেরই এক মন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে গিয়েছিলেন অভিনব। আধিকারিকরা তাঁকে কিছুতেই ঢুকতে দেননি বিমানবন্দরে। এয়ারপোর্ট অথরিটির ম্যানেজারের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয় বিধায়ক পুত্রের। এরপরই বিমানবন্দরে জল সরবরাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। রেনিগুন্টা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ওয়াইএসআর কংগ্রেস প্রোটোকল না মানার অভিযোগ তুলেছে। কিন্তু কোনও প্রতিক্রিয়া দেয়নি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ।

রকেট বিজ্ঞানী সোমনাথকে নিয়ে ইসরোয় নতুন স্বপ্ন

বেঙ্গালুরু, ১৩ জানুয়ারি : মহাকাশে মানুষ পাঠানোর জোর প্রস্তুতি চলছে ইসরোয়। তার মধ্যেই পালাবদল ঘটে গেল সংস্থার শীর্ষপদে। কাইলাসাভাডিভো সিভানের জায়গায় এলেন দেশের প্রথম সারির রকেটবিজ্ঞানী এস সোমানাথ। ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থার নতুন চেয়ারম্যান করা হয়েছে তাঁকে। বুধবার মহাকাশ দপ্তরের সচিব তথা মহাকাশ মিশনের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ করা হয়। ওই পদে তাঁকে তিন বছরের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এর আগে ইসরোর চন্দ্রযান-২ অভিযানের রকেট উৎক্ষেপণ প্রকল্পের নেতৃত্বে ছিলেন সোমানাথ। ২০১৮-র জানুয়ারি থেকে ইসরোর বিক্রম সারাভাই স্পেস সেন্টার (ভিএসএসসি)-এর অধিকর্তা ছিলেন তিনি। ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী রকেট জিএসএলভি-মার্ক-৩ এবং তার আগের প্রজন্মের রকেট পোলার লঞ্চ স্যাটেলাইট ভেহিকলস (পিএসএলভি) তৈরির অন্যতম কান্ডারি সোমানাথের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে ইসরোর বিভিন্ন মহাকাশ অভিযান প্রকল্পে।

সোমানাথের জন্ম ১৯৬৩ সালের জুলাই মাসে, কেরলের আলাপ্পুজা

জেলার আরুরে। কোল্লামে টিকেএম কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক হওয়ার পর তিনি এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্তাতকোত্তর পাঠ সম্পূর্ণ করেন বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স (আইআইএসসি) থেকে। ১৯৮৫ তে যোগ দেন ইসরোর বিক্রম সারাভাই স্পেস সেন্টারে। ২০১০ থেকে চার বছর সোমানাথ ছিলেন জিএসএলভি-মার্ক-৩ রকেট প্রকল্পের অধিকর্তা। ২০১৪-র নভেম্বর পর্যন্ত তিনি ছিলেন ভিএসএসসি-র স্ট্রাকচার্স ইউনিট ও প্রোপালসন অ্যান্ড স্পেস অর্ডিন্যান্স ইউনিটের উপপ্রধান। ২০১৫ থেকে '১৮ পর্যন্ত তিরুবনন্তপুরমের ভালিয়ামালায় লিকুইড প্রোপালসন সিস্টেমস সেন্টার (এলপিএসসি)-এর অধিকর্তা। তাঁর হাত ধরে আগামী কয়েক বছরে ইসরোর কর্মকাণ্ড মহাকাশে নতুন দিগন্ত খুলে দেবে বলে মনে করা হচ্ছে।

উল্কার উত্থান

- কোল্লামে টিকেএম কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক। বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স থেকে স্নাতকোত্তর
- ইসরোর চন্দ্রযান-২ অভিযানের রকেট উৎক্ষেপণ প্রকল্পে নেতৃত্ব
- ইসরোর বিক্রম সারাভাই স্পেস সেন্টার-এর অধিকর্তার দায়িত্বে ছিলেন

ধাতব বাক্সে বন্দি করোনা আক্রান্তরা

বেজিং, ১৩ জানুয়ারি : পরের মাসে বসছে শীতকালীন অলিম্পিকের আসর। এরই মধ্যে বেশ কয়েকটি শহরে ওমিক্রন হানা দেওয়ায় চিন্তায় চিনা সরকার। সংক্রমণ বাগে আনতে নিভৃতবাস, বিচ্ছিন্নবাস, লকডাউন সব চেষ্টাই করছে তারা। এবার জেলের ধাঁচে তৈরি কোয়ারান্টিন সেন্টারে সংক্রামিতদের আটক রাখা ছাড়াও ধাতববাক্সে ভরে রাখার মতো ঘটনা সামনে এসেছে। বহু সংক্রামিতকে জোর করে ধাতুর তৈরি বাক্সে ভরে রাখা হচ্ছে। তাঁদের মধ্যে গর্ভবতী মহিলা ও শিশুরা রয়েছে। সংক্রামিতরা কোনওভাবে সংক্রমণ ছড়াতে না পারে তা নিশ্চিত করতেই এই উদ্যোগ। সংক্রামিতদের এভাবে টানা দু'সপ্তাহ রাখা হচ্ছে। নির্দিষ্ট সময় অন্তর তাঁদের খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাক্সের মধ্যেই নাকি রয়েছে শৌচকর্মের ব্যবস্থা। লকডাউন শহরে সংক্রামিতদের রাতারাতি অস্থায়ী শিবিরে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। চিকিৎসা ছাড়াই সেখানে তাঁদের থাকতে বাধ্য করা হচ্ছে। যাবতীয় অভিযোগ সম্পর্কে নীরব চিন সরকার।

রাহুলের নির্দেশে পদযাত্রা স্থগিত

বেঙ্গালুরু, ১৩ জানুয়ারি : বিলম্বিতে বোধোদয় হল কর্ণাটক প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের। করোনা সংক্রমণ উপেক্ষা করে প্রদেশ কংগ্রেসের কর্মী, সমর্থকরা যেভাবে মাস্ক না পরে পদযাত্রায় শামিল হয়েছিলেন তা কর্ণাটকবাসীকে চিন্তায় ফেলেছিল। অবশেষে তা বাতিল হল।

রাজ্য সরকারের বিধিনিষেধকে গুরুত্ব না দিয়ে বিরোধী দলনেতা সিদ্দারামাইয়া ও প্রদেশ সভাপতি ডিকে শিবকুমারের নেতৃত্বে শুরু হয় জলের দাবিতে ১০ দিন ব্যাপী পদযাত্রা। রাজনৈতিক মহলে সমালোচনার ঝড় ওঠা সত্ত্বেও সিদ্দারামাইয়া, শিবকুমাররা পিছু হটতে নারাজ ছিলেন। শেষমেশ করোনার বাড়বাড়ন্ত মাথায় রেখে বৃহস্পতিবার হঠাতই স্থগিত করে দেওয়া হল ওই পদযাত্রা কর্মসূচি। দলীয় সূত্রের দাবি, রাহুল গান্ধির পরামর্শেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শুধু রাহুল গান্ধিই নন, মুখ্যমন্ত্রী বাসবরাজ বোম্মাইও এদিন কংগ্রেস নেতৃত্বকে ওই কর্মসূচি স্থগিত রাখার আবেদন জানান। সিদ্দারামাইয়া ও শিবকুমারকে এদিন চিঠি দেন তিনি।

বিধিনিষেধ অমান্য করার অভিযোগে ইতিমধ্যে ৬০ জনেরও

বেশি কংগ্রেস নেতার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে কর্ণাটক পুলিশ। সিদ্দারামাইয়া বলেন, 'আমরা গত পাঁচদিনে যথেষ্ট সাফল্য পেয়েছি। বেঙ্গালুরুতে আমাদের পদযাত্রা শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তৃতীয় ঢেউয়ের কারণে আপাতত এই কর্মসূচি স্থগিত করে দিতে বাধ্য হচ্ছি।' শীর্ষ কংগ্রেস নেতা বীরাপ্পা মইলি এবং রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে করোনা সংক্রামিত হয়েছেন। পদযাত্রার সময় তাঁরা সিদ্দারামাইয়া ও শিবকুমারের সঙ্গে একই মঞ্চে ছিলেন। শিবকুমার বলেন, 'আমরা যখন পাঁচদিন আগে পদযাত্রা শুরু করেছিলাম, তখন কেউ আইসিইউতে ভর্তি হননি।' গত পাঁচদিন ধরে কংগ্রেসের ওই কর্মসূচিতে ব্যাপক ভিড় হয়েছিল। উলটোদিকে কর্ণাটকে করোনা সংক্রামিতের সংখ্যা ৪৪ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে।

জোটে নারাজ শিবসেনা

লখনউ, ১৩ জানুয়ারি : উত্তরপ্রদেশের ভোটে কোনও দলের সঙ্গেই জোটে রাজি নয় শিবসেনা। দলের রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় রাউত বলেন, 'বিজেপি, কংগ্রেস কিংবা সপা, আমরা উত্তরপ্রদেশে এবার কারও সঙ্গেই জোট করছি না। সপার সঙ্গে আমাদের আদর্শগত মতভেদ রয়েছে। তাই আমরা ওদের সঙ্গে জোট করছি না। তবে আমরা উত্তরপ্রদেশে পরিবর্তন চাই। আর সেটা হচ্ছেও। আমরা উত্তরপ্রদেশে বহু বছর ধরে কাজ করছি। কিন্তু প্রতিবার নির্বাচনের সময় বিজেপির ক্ষতির কথা ভেবে আমরা ভোটকে খুব একটা গুরুত্ব দিতাম না। কিন্তু আমরা এবার ভোটে লড়ব। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ অযোধ্যা, মথুরা যেখান থেকেই লড়ুন না কেন, আমরা সেখানে প্রার্থী দেব।'

মার্কিন গণতন্ত্র ভঙ্গুর, মত সংখ্যাগরিষ্ঠের

ওয়াশিংটন, ১৩ জানুয়ারি : মার্কিন গণতন্ত্র কি বিপন্ন? আমেরিকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মনে করেন, হ্যাঁ। সাম্প্রতিক সমীক্ষা থেকে জানা গিয়েছে, সে দেশের প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৬ জনই মনে করেন, মার্কিন গণতন্ত্র ভঙ্গুর দশায় রয়েছে। সামান্য আঘাতেই তা যেকোনও সময়ে ভেঙে পড়তে পারে। সমীক্ষায় অংশ নেওয়া অন্তত ৫৮ শতাংশের মত এটাই। তবে ৩৩ শতাংশ মানুষ এতটা শঙ্কিত নন।

আমেরিকার ক্যাপিটল হিলে গত বছর ৬ জানুয়ারি হ